যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে

পর্ব-১

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
أما بعد ...

অনেকেই মনে করেন, 'ইসলাম কোন মুসলমানকে হত্যার অনুমতি দেয় না। যত অপরাধই করুক, তাকে হত্যা করা যাবে না। ইসলাম যেখানে একটা পিঁপড়াকে কষ্ট দেয়ারও অনুমতি দেয় না, সেখানে কালিমার দাবিদার একজন মুসলমানকে কিভাবে হত্যা করা যাবে!!'

ফরিদ মাসউদদের মতো দালালদের বিকৃতি আর প্রোপাগাণ্ডার কারণে ইদানিং এ ধরণের ধ্যান-ধারণা অনেক ছড়িয়েছে। এ কারণে মুজাহিদরা কোন নাস্তিক, মুরতাদ বা জুলহাজ মান্নানের মতো কোন ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে হত্যা করলে কারো কারো মনে সংশয় জাগে, এ হত্যা কিভাবে জায়েয হল? জিহাদিরা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। এরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। এরা নির্দয়। এরা হিংস্র। এরা রক্তপিপাসু- ইত্যাদি।

আর যারা মোটামুটি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের অনেকের ধারণা- ইসলাম কেবল তিন শ্রেণীর মুসলমানকে হত্যার অনুমতি দেয়:

১. যে মুসলমান ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে কোন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে।

২. বিবাহিত যিনাকার পুরুষ বা মহিলা।

৩. দ্বীন ত্যাগী মুরতাদ।

তাদের ধারণা, এর বাহিরে কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। যেমন এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة.

“যে মুসলমান স্বাক্ষী দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তিন কারণের কোন একটা ব্যতীত তার রক্ত হালাল নয়: জানের বদলায় জান, বিবাহিত যিনাকার এবং মুসলমানদের জামাআত পরিত্যাগকারী দ্বীনত্যাগী (মুরতাদ)।” (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৪৬৮)

এ হাদিসের কারণে তারা মনে করেন, উল্লিখিত তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ নয়।

আর এই তিন শ্রেণীর হত্যার ব্যাপারেও তাদের অনেকের আকীদা- তা ইমাম ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। তাই, মুজাহিদরা যখন কোন মুরতাদকে হত্যা করেন, তখন তাদের সংশয় লাগে, কিভাবে তা জায়েয হলো! এর প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন অশোভন মন্তব্যও করে থাকেন।

এখানে তারা দুটো ভুল করেছেন-

এক.

হত্যাকে এই সুনির্দিষ্ট তিন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; অথচ বাস্তবে হত্যার গণ্ডি আরো অনেক ব্যাপক। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة. اهـ

“আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, দলীল-প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত যে, হত্যার সবব- দশটি।” (তাফসীরে কুরতুবী: ৭/১১৮)

অর্থাৎ এই দশ সববের কোন একটা কোন মুসলিমের মাঝে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে।

হাদিসের জওয়াব

উপরোক্ত হাদিসে যে হত্যার সবব তিনটিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, এর জওয়াব- হাদিসে মৌলিক তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর শাখা-প্রশাখা দশ (এমনকি দশেরও বেশি) পর্যান্ত পৌঁছায়। অর্থাৎ উপরোক্ত তিন সবব হলো মৌলিক তিনটি সবব, যার ভেতরে আরো অনেক সবব প্রবিষ্ট হয়ে আছে। যেমন- হাদিসে হত্যার একটি সবব বলা হয়েছে ‘কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে হত্যা করা।’ কিন্তু কোন মুসলমানের হত্যায় যদি অনেকে শরীক থাকে, যাদের কেউ সরাসরি হত্যায় (যেমন- যবাই করা বা গুলী করায়) অংশ নিয়েছে, আর কেউ কেউ পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল- তাহলে এই একজন মুসলমানের জানের বদলায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই হত্যা করা হবে। যারা সরাসরি যবাই বা গুলী করেছে তাদেরকে যেমন হত্যা করা হবে, যারা পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল তাদেরকেও হত্যা করা হবে। কারণ, তাদের সকলের সম্মিলিত শক্তির বলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাই সকলকেই হত্যা করা হবে। পাহাড়াদারদের হত্যার কথাটা এ হাদিসে সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে হাদিসের ব্যাপকতার মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্যান্য হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আছার থেকে সেটা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে আলাচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে।

দুই.

দ্বিতীয় যে ভুলটি তারা করেছেন, তা হলো- সকল শ্রেণীর হত্যার জন্য ইমামের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অথচ মুরতাদ (এবং আরো অনেকের) হত্যার জন্য ইমাম শর্ত নয়, বরং যে কোন মুসলমানই তাদেরকে হত্যা করতে পারবে। যেমন- কোন পিতা তরবারি নিয়ে তার পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করছে। পিতাকে হত্যা করা ব্যতীত তার হাত থেকে রক্ষার কোন পথ নেই। এমতাবস্থায় শরীয়তের মাসআলা হল- উক্ত পুত্র তার পিতাকে হত্যা করে দেবে। এ হত্যা নিজের জান রক্ষার জন্য। যেমন- হিদায়াতে বলা হয়েছে,

لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقلته يقتله. اهـ

“মুসলিম পিতা যদি তার পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করে, আর হত্যা ব্যতীত তাকে প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে (উক্ত পুত্র তার পিতাকে) হত্যা করে দেবে।” (হিদায়া: ১/৩৭৯)

দেখুন- এখানে কিন্তু পিতাকে হত্যার জন্য ইমামের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কোন মুসলমানকে হত্যার জন্য ইমাম শর্ত নয়। ইমাম বিদ্যমান থাকাওশর্ত নয়, ইমামের অনুমতিও শর্ত নয়। দারুল ইসলাম থাকাও শর্ত নয়। দারুল ইসলামের বাসিন্দা হওয়াও শর্ত নয়। কাজেই, যে কোন ধরণের হত্যার জন্য ইমাম কিংবা দারুল ইসলামের শর্ত করা নিতান্তই ভুল।

পরিস্থিতির বিবেচনায় বিষয়টা একটু আলোচনা করে দিলে অনেকেরই উপকারে আসবে মনে হল। তাই আল্লাহর নামে শুরু করলাম। বিস্তারিত আলোচনার

ইচ্ছে নেই। যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুতেই ক্ষান্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে: পর্ব-২

لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث- হাদিস নিয়ে কিছু কথা

এ হাদিস থেকে অনেকেই সংশয়ে পড়েছেন যে, তিন শ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা বৈধ নয়। অথচ বাস্তবে এদের বাইরে আরো অনেককে শরীয়ত হত্যার বৈধতা দিয়ে রেখেছে। এ হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আইম্মায়ে কেরাম তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। বাহ্যিকভাবে এ হাদিসের সাথে ঐসব হত্যার যে বিরোধ দেখা যায়, তাও তারা নিরসন করেছেন। উপরে এ ব্যাপারে কিঞ্চিত ইশারা করা হয়েছে। এখানে বিষয়টাকে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬হি.) বলেন,

قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أوغيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع. اهـ

“আইম্মায়ে কেরাম বলেন, প্রত্যেক এমন মুসলিম, যে বিদআত বা (ইমামের বিরুদ্ধে) বাগাওয়াত (তথা বিদ্রোহে) লিপ্ত হয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে মুসলিম জামাআত থেকে বের হয়ে যায়, তার উপরও এ (হত্যার) বিধান প্রযোজ্য। তদ্রূপ খাওয়ারেজরাও এ বিধানের আওতাভুক্ত- ওয়াল্লাহু আ’লাম। শোন, (জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর) আক্রমণকারীসহ এ জাতীয় অন্যান্য

ব্যক্তি এ হাদিসের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত। কাজেই অনিষ্ট প্রতিহত করণার্থে এদেরকে হত্যা করা যাবে।" (শরহু মুসলিম লিন-নববী: ১১/১৬৫)

এ বক্তব্যে ইমাম নববী রহ. এ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলিমের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে হত্যা করা বৈধ-

১. বিদআতী (তবে সকল বিদআতী নয়, কিছু কিছু চরমপন্থী বিদআতী)।

২. শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বাগী।

৩. খাওয়ারেজ।

৪. জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণকারী।

এ ছাড়াও আরো অনেকে যাদের তিনি নাম নেননি, শুধু ইশারা করে গেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (মৃত্যু: ৮৫২হি.) ইমাম আবু হাফস কুরতুবী রহ. (মৃত্যু: ৬৫৬হি.) থেকে বর্ণনা করেন-

يلتحق به من خرج عن جماعة المسلمين وان لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم. اهـ

"দ্বীনত্যাগীর বিধান প্রযোজ্য হবে এমন সব মুসলিমের উপরও, যারা মুরতাদ তো হয়নি কিন্তু মুসলিমদের জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। যেমন- এমন মুসলিম, যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত

হয়েছে। যেমন- (শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী) বাগী, ডাকাত, যুদ্ধে লিপ্ত খাওয়ারেজ এবং এ জাতীয় অন্যান্য মুসলমান।” (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৩)

এখানে হত্যাপোযুক্ত আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলমান পাওয়া গেল-

৫. যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (যেমন- যিনার শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তার উপর উক্ত হদ কায়েম করা সম্ভব নয়।

৬. ডাকাত ও লুটতরাজ।

এ ছাড়াও আরোও অনেকে।

ইবনে হাজার রহ. আরোও বলেন-

حكى بن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض} قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الارض.

قال: ورد في القتل بغير الثلاث أشياء، منها:

- قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي}

- وحديث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه)

- وحديث (من اتى بهيمة فاقتلوه)

- وحديث (من خرج وأمر الناس جمع يريد تفريقهم فاقتلوه)

- وقول عمر (تغرة أن يقتلا)

- قول جماعة من الائمة: إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا

- وقول جماعة من الائمة: يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت

- وقول جماعة من الائمة: يقتل تارك الصلاة.

قال: وهذا كله زائد على الثلاثة.

قلت: وزاد غيره قتل:

- من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حق

- ومانع الزكاة المفروضة

- ومن ارتد ولم يفارق الجماعة

- ومن خالف الاجماع وأظهر الشقاق والخلاف

- والزنديق إذا تاب على رأي

- والساحر. اهـ

"ইবনুত-ত্বীন রহ. দাউদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, এ হাদিসটি আয়াতে মুহারাবা দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আয়াতে মুহারাবা হলো-

{من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض}

"কাউকে হত্যা করা কিংবা যমিনে ফাসাদ-অশান্তি বিস্তার করা ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, (সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল)।" (মায়েদা: ৩২)

তিনি বলেন, (এ আয়াতে) শুধু যমিনে ফাসাদ বিস্তার করার কারণেই হত্যার বৈধতা দিয়েছেন।

তিনি আরোও বলেন, হাদিসে উল্লিখিত তিন কারণ ছাড়াও হত্যার বৈধতা সম্বলিত আরোও বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন আয়াত-হাদিসে এসেছে। যেমন-

- আল্লাহ তাআলার বাণী: {فقاتلوا التي تبغي} '(মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে) যে দল

বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিক ফিরে আসে।)’ (হুজুরাত: ৯)

- হাদিস: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه) ‘কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ (অর্থাৎ সমকামিতা) করতে দেখলে তাকে হত্যা করে দাও।’

- হাদিস: (من اتى بهيمة فاقتلوه) ‘যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে সঙ্গম করে, তাকে হত্যা করে দাও।’

- হাদিস: (من خرج وأمر الناس جمع يريد تفريقهم فاقتلوه) ‘লোকজন কোন এক ইমামের বাইয়াতে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ বিদ্রোহ করে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।

- উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য: (تغرة أن يقتلا) ‘(মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কেউ কারো হাতে বাইয়াত হয়ে গেলে, তাকেও বাইয়াত দেয়া যাবে না, সে যাকে বাইয়াত দিয়েছে তাকেও না। কারণ,) হতে পারে তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।’

- আইম্মায়ে কেরামের এক দল বলেন: কদরিয়্যা ফেরকা তওবা করলে তো ভাল, অন্যথায় তাদের হত্যা করে দেয়া হবে।

- আরেক দল আইম্মা বলেন: বিদআতিদেরকে মারতেই থাকা হবে; হয়তো তাওবা করবে, নয়তো মার খেতে খেতে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

- আরেক দল আইম্মা বলেন: নামাযত্যাগীকে হত্যা করে দেয়া হবে।

তিনি বলেন, এ সবগুলোই হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বাইরে।

আমি বলি, অন্যরা আরো কয়েকটি বাড়িয়েছেন:

- যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো মাল বা ইজ্জতের উপর হামলা করবে।

- ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

- যে মুরতাদ হয়ে গেছে, কিন্তু মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়নি।

- যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

- এক মত অনুযায়ী: যিনদ্বীক, যখন সে তাওবা করে।

- যাদুকর।” (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৬)

এ বক্তব্য থেকে আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলমান হত্যার বৈধতা পাওয়া গেল:

৭. যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী।

৮. কোন দল অন্যায়ভাবে অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে।

৯. সমকামী।

১০. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

১১. আহলে হল ওয়াল আকদের পরামর্শ ছাড়াই কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিলে এবং আহলে হল ওয়াল আকদের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত বাইয়াতে অটল থাকলে। এমতাবস্থায় যে বাইয়াত দিয়েছে এবং যাকে বাইয়াত দিয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।

১২. কদরিয়্যা ফেরকা।

১৩. বিদআতী।

১৪. নামায আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৫. ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৬. যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

১৭. যিনদ্বীক (যদিও তাওবা করে।)

১৮. যাদুকর (পুরুষ হোক, কি মহিলা।)

অতএব, উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আইম্মায়ে কেরামে বক্তব্য থেকে নিম্নোক্ত ১৮ শ্রেণীর মুসলমান পাওয়া গেল, যাদেরকে হত্যা করার বৈধতা শরীয়ত দিয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত হাদিসে এদের কারোরই উল্লেখ নেই:

১. বিদআতী (তবে সকল বিদআতী নয়, কিছু কিছু চরমপন্থী বিদআতী)।

২. শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বাগী।

৩. খাওয়ারেজ।

৪. জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণকারী।

৫. যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (যেমন- যিনার শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তার উপর তা কায়েম করা সম্ভব নয়।

৬. ডাকাত ও লুটতরাজ।

৭. যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী।

৮. কোন দল অন্যায়ভাবে অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে।

৯. সমকামী।

১০. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

১১. আহলে হল ওয়াল আকদের পরামর্শ ছাড়াই কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিলে এবং আহলে হল ওয়াল আকদের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত বাইয়াতে অটল থাকলে। এমতাবস্থায় এদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।

১২. কদরিয়্যা ফেরকা।

১৩. বিদআতী।

১৪. নামায আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৫. ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৬. যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

১৭. যিনদ্বীক (যদিও তাওবা করে।)

১৮. যাদুকর (পুরুষ হোক, কি মহিলা।)

সতর্কতা: এদের সকলকে ঢালাওভাবে হত্যা বৈধ নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে বৈধ, অন্যথায় নয়। সামনে পৃথক পৃথক এদের সকলের আলেচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। তখন আশাকরি পরিষ্কার হবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে: পর্ব-৩

হাদিসের সমন্বয়

আমরা দেখলাম, শরীয়ত উক্ত তিন শ্রেণী ছাড়াও আরো অনেক মুসলমানকে হত্যার বৈধতা দিয়েছে; এতদসত্ত্বেও উপরোক্ত হাদিসে শুধু তিন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হল কিভাবে?

এর নিরসন বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। যেমন-

১. কেউ বলেছেন, এ হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে। যেমন- ইবনে হাজার রহ. দাউদী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে মুহারাবা দ্বারা এ হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে।

২. কেউ বলেন, এ হাদিসের বাইরে অন্য যত হত্যার কথা এসেছে, সেগুলোকে এ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর কোন না কোন একটা মধ্যে ফেলা যায়। যেমন- সমকামিতা এবং পশুসঙ্গমকে যিনার শ্রেণীতে ফেলা যায়। খাওয়ারেজ ও বাগীদেরকে দ্বীনত্যাগী শ্রেণীতে ফেলা যায়। এভাবে সবগুলোকেই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীতে ফেলা যায়। অতএব, মৌলিক কারণ তিনটিই, তবে তার শাখা-প্রশাখা অনেক।

৩. তবে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বুঝে আসছে হাফেয ইবনে হাজার রহ. যে নিরসন পেশ করেছেন- সেটি। তা হল- হাদিসে যে তিন শ্রেণীর হত্যার কথা এসেছে (অর্থাৎ অন্যায় হত্যাকারী, বিবাহিত যিনাকার পুরুষ বা মহিলা, মুরতাদ) তাদেরকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা ফরয। চাই এরা কারোও অনিষ্ট সাধন করুক বা না করুক- সর্বাবস্থায় তাদের হত্যা করতে। এই তিন ব্যক্তি এমন যে, এদের ব্যক্তিত্বটাই হত্যার যোগ্য। তারা কি অন্য কোন অনিষ্ট করল কি করল না- তা দেখার বিষয় নয়। যিনা, হত্যা ও ইরতিদাদ এমন অপরাধ, যাতে লিপ্ত হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি আর বেঁচে থাকার যোগ্য থাকে না। উক্ত অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পর সে অন্য কোন অপরাধ না করলেও তাকে হত্যা করে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে বাকি ১৮ শ্রেণী, যাদের হত্যার কথা বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে এসেছে- তাদেরকে হত্যা করতে হয় তাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে।

এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, অনিষ্ট দমন উদ্দেশ্য। অনিষ্ট যদি হত্যা ছাড়াই দমন করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের হত্যা করা যাবে না। যেমন-

- বাগী যদি বিদ্রোহ ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

- কারো জান, মাল বা ইজ্জতের উপর আক্রমণকারী ব্যক্তি যদি হত্যা ছাড়াই (ধমকি, চিৎকার বা প্রহারের দ্বারা) বিরত হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

- যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী যদি যাকাত আদায়ে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা হবে না।

বাকিগুলোরও একই কথা। হত্যা ছাড়াই যদি তাদের অনিষ্ট দমন করা যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। কিন্তু ঐ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণী ব্যতিক্রম। এদের বিষয়টা অনিষ্ট দমনের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এদের ব্যক্তিত্বটাই এমন যে, এরা আর বেঁচে থাকার অধিকার রাখে না। এদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

উদাহরণ

যেমন ধরুন, নামায এমন একটা বিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে হওয়া উদ্দেশ্য। একজনের নামায অন্যজন আদায় করলে হবে না। এক পরিবারের একজন বাকি সকলের নামায একাই পড়ে নিলে বাকিদের নামায আদায় হবে না। তাদের নামায তাদেরকেই আদায় করতে হবে। কিন্তু জিহাদ এমন একটা বিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যদি কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা অর্জন হয়ে যায়, তাহলে বাকিরা

জিহাদ না করলেও চলবে। তবে নফিরে আম হয়ে গেলে তখন কথা ভিন্ন। তখন সকলকেই শরীক হতে হবে।

এখানেও বিষয়টা এমনই। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিত্বটাই পৃথিবীতে থাকার অনুপযুক্ত। তাই তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর বাকিদের অনিষ্ট দমন উদ্দেশ্য। অনিষ্ট যদি হত্যা ছাড়াই দমন হয়ে যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। আর হত্যা ছাড়া দমন সম্ভব না হলে হত্যা করা হবে। কাজেই, এ হাদিসের সাথে অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের বিরোধ নেই। এ হাদিসে বিশেষ তিন শ্রেণীর কথা এসেছে আর অন্যান্য আয়াত ও হাদিসে অন্য প্রকারগুলোর কথা এসেছে। একটার সাথে আরেকটার কোন বিরোধ নেই।

এবার ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্য লক্ষ্য করুন। তিনি সংক্ষেপ কথায় বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়েছেন-

والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عينا أما من ذكرهم فان قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة. اهـ

“এর প্রকৃত জওয়াব হল- তিন শ্রেণীতে সীমাবদ্ধের কথাটা এসেছে এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে, যাদের স্বয়ং ব্যক্তিটাকে হত্যা করাই ফরয। পক্ষান্তরে অন্য যাদের কথা বলা হয়েছে- তাদের কাউকে তো হত্যা করা বৈধ হবে কেবল ঐ সময়, যখন তার সাথে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বেঁধে যায়। (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৩)

বি.দ্র.

বিবাহিত যিনাকার (যদি গোলাম বা বান্দি না হয়; কেননা, তাদের হুকুম ভিন্ন) তাওবা করুক বা না করুক- সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তাকে মাফ করার অধিকার কারো নেই।

মুরতাদ যদি তাওবা না করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা ফরয। তাকে মাফ করার অধিকার কারো নেই।

তবে অন্যায় হত্যাকারীকে যদি নিহত ব্যক্তির অলী (অভিভাবকরা) মাফ করে দেয়, তাহলে মাফ পেয়ে যাবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে-৪

ইসলামে অস্ত্র প্রয়োগের গুরুত্ব

ইসলাম এমন ধর্ম, অস্ত্র যার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত এ দ্বীন যথাযথ প্রতিষ্ঠা বা সংরক্ষণ কোনটাই হতে পারে না। বিজাতীয় দুশমনকে প্রতিহত করা এবং ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠা করা যেমন অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়; মুসলমানদের পারস্পরিক শান্তি-শৃংখলা; জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাও তেমনি অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিল করেছেন, সাথে যমিনে অস্ত্র তৈরির উপাদানও সৃষ্টি করেছেন, যাতে কিতাবে বর্ণিত হেদায়াত ও জীবন বিধানকে অস্ত্রের বলে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দ্বীন ও দ্বীনের বিধান মেনে চলা সকলের জন্য সম্ভব হয় না। আল্লাহর বিধান ছেড়ে বাঁক পথ ধরা অনেকেরই তবিয়ত। এদেরকে সোজা পথে চালাতে অস্ত্র প্রয়োগের বিকল্প নেই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিলের পাশাপাশি যমিনে অস্ত্রের উপাদান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}

"আমি অবশ্যই আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শন(মু'জিযা)সহ লোকদের নিকট প্রেরণ করেছি। আমি তাদের সাথে কিতাব নাযিল করেছি, নাযিল করেছি (আমার তরফ থেকে) এক ন্যায়দণ্ড, যাতে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। তা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান কে তাকে না দেখেও তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীমশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।" (হাদিদ: ২৫)

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

{ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. اهـ

"(আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি) অর্থাৎ লৌহকে আমি এমন সব লোকের দমনকারী বানিয়েছি, যারা সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও হক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৮/২৭)

অতএব, অবাধ্যদেরকে বশীভূত করার জন্য অস্ত্র প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد . كتاب يهدي به، وحديد ينصره، كما قال تعالي ... اهـ

"দ্বীন কিছুতেই কায়েম হবে না কিতাব, মীযান (ন্যায়দণ্ড) এবং লোহা(র সমন্বয়) ব্যতীত। কিতাব থেকে হিদায়াত নেয়া হবে আর লোহা তাকে সাহায্য করবে; যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ...।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৫/৩৬)

তিনি অন্যত্র বলেন,

قال تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب} فمن عدل عن الكتاب قُوِّمَ بالحديد ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نضرب بهذا يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف. اهـ

"আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। তা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান কে তাকে না দেখেও তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে।' অতএব, যে কেউ কিতাব ছেড়ে বাঁকা পথ ধরবে, তাকে লৌহ প্রয়োগে সোজা করা হবে। এ কারণেই দ্বীন কায়েমের মাধ্যম (দুটি): কুরআন ও তরবারি। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করেছেন, এই (কুরআন) ছেড়ে যে ভিন্ন পথ ধরবে, তাকে এই (তরবারি) দ্বারা আঘাত করতে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৬৪)

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. বলেন,

فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفاً من الله تعالى وبه ورد الأثر " إن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن " . اهـ

"আল্লাহ তাআলার ভয়ের চেয়ে শাস্তির ভয়ে মানুষ নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকে বেশি । এ ব্যাপারেই এ আছারটি বর্ণিত আছে- 'আল্লাহ তাআলা কুরআন দ্বারা যতটুকু শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন, সুলতানের দ্বারা এর চেয়ে বেশি করেন।" (শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/৯১)

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فى بعض فوائد العقوبات المشروعة فى الدنيا ضبط العوام كما قال عثمان بن عفان رضى الله عنه ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن فان من يكون من المنافقين والفجار فانه ينزجر بما يشاهده من العقوبات وينضبط عن انتهاك المحرمات فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة واما فوائدالأمر والنهى فأعظم من ان يحصيها خطاب أو كتاب بل هى الجا معة لكل خير يطلب ويراد وفى الخروج عنها كل شر وفساد. اهـ

"শরীয়ত নির্ধারিত কিছু কিছু দুনিয়াবি শাস্তির একটি ফায়েদা এই যে, সেগুলো দ্বারা জনসাধারণের মাঝে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হয়। যেমনটা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'যতটুকু শান্তি-শৃংখলা আল্লাহ তাআলা কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন না, তার চেয়ে বেশি তিনি সুলতানের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন।' কেননা, মুনাফিক ও পাপাচারি লোকেরা শাস্তি দর্শনে বারণ হয় এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। এটি শরীয়ত নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় শাস্তির একটি উপকারী দিক। আর আমর বিল মা'রূপ ও নাহি আনিল মুনকারের উপকারের কথা তো কোন এক বয়ানে বা কিতাবে বুঝানো সম্ভব না। বরং প্রত্যাশিত সকল কল্যাণ এতেই নিহিত। আর তা পরিত্যাগ করাতেই সকল অনিষ্ট ও ফাসাদ।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ১১/৪১৬)

অতএব, যারা ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে বুলি আওড়ান; ইসলামে মারামারি নেই, কাটাকাটি নেই বলে মুখে ফেনা তুলেন; দাওয়াত ও ইসলাহের মাধ্যমেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন- তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করেন। আল্লাহ তাআলার চিরন্তন সুন্নাহ'র বিরোধি কথা বলেন। তারা কিছুতেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। উপরন্তু উম্মাহকে এক ভয়াবহ বিকৃতি, ফাসাদ ও পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৫

জনসাধারণ কি অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে?

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে একটা বিষয় বুঝে নেয়া চাই। তা হলো- (হুদুদ-কেসাস) ও (উপস্থিত যুলম ও অন্যায় প্রতিহত করণ)- এর মধ্যকার ব্যবধান। বিষয়টি বুঝার জন্য দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি:

এক.

ধরুন একটা বাজারে কোন একটা সন্ত্রাসী একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করতে তার উপর চড়াও হয়েছে। সে ছুরি বের করে তাকে যবাই করে ফেলতে চাইছে। আশেপাশে যারা উপস্থিত আছে তাদের সামর্থ্য আছে উক্ত সন্ত্রাসীকে প্রতিহত করে নিরপরাধ লোকটাকে তার হাত থেকে রক্ষা করার। হতে পারে উপস্থিত লোকদের ধমকিতে, কিংবা শারীরিক আঘাতে সে সরে যাবে। আবার এও হতে পারে- উক্ত সন্ত্রাসী সহজে দমতে চাইবে না। এমনও হতে পারে- অস্ত্র প্রয়োগ কিংবা হত্যা করা ছাড়া তাকে দমন করা যাবে না। নিরপরাধ মুসলিম লোকটাকে তার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

এমতাবস্থায় বিধান কি? যদি অস্ত্র ব্যবহার বা হত্যা ছাড়া সন্ত্রাসীটাকে দমন করা সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত নিরপরাধ মুসলমান নিজে বা উপস্থিত লোকজন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে কিংবা তাকে হত্যা করতে পারবে কি?

দ্বিতীয়ত: সন্ত্রাসী যদি নিরপরাধ লোকটাকে হত্যা করেই ফেলে, তাহলে শরীয়তের বিধান মতে একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যার কারণে সন্ত্রাসীকে হত্যা করতে হবে। একে কেসাস বলে।

এমতাবস্থায় বিধান কি? সাধারণ জনগণ কি কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করতে পারবে?

দুই.

একটা লম্পট একজন নারীর সম্ভ্রবহানি করতে চাচ্ছে। সেখানে অনেকেই উপস্থিত। অবস্থা এমন যে, উক্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া কিংবা তাকে হত্যা করা ছাড়া নারীটির সম্ভ্রব রক্ষা করা সম্ভব না।

এমতাবস্থায় বিধান কি? উক্ত নারী কিংবা উপস্থিত লোকজন কি উক্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করতে কিংবা তাকে হত্যা করতে পারবে?

দ্বিতীয়ত: লম্পট লোকটা যদি উক্ত নারীর সম্ভ্রবহানি করেই ফেলে, তাহলে তার উপর যিনার শাস্তি বর্তাবে। একে হদ বলে। লম্পটটা অবিবাহিত হলে তাকে একশ দোররা মারতে হবে আর বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে।

এমতাবস্থায় বিধান কি? সাধারণ জনগণ কি তার উপর যিনার হদ (বেত্রাঘাত বা প্রস্তারাঘাতে হত্যা) কায়েম করতে পারবে?

এ দু'টি উদাহরণে হত্যায় লিপ্ত সন্ত্রাসী এবং যিনায় লিপ্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ, কিংবা প্রয়োজনে হত্যা করে নিরপরাধ মুসলমান ও উক্ত নারীকে রক্ষা করা হল- (উপস্থিত যুলম ও অন্যায় প্রতিহত করণ)। এটি 'আমর বিল মা'রূপ ও নাহি আনিল মুনকারের' মধ্যে পড়ে। আর হত্যা বা যিনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের নিয়মানুযায়ী হত্যাকারী বা যিনাকারকে হত্যা করা বা বেত্রাঘাত করা হল- (হদ ও কেসাস)।

এখন প্রশ্ন:

- সাধারণ জনগণ কি (আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার) এবং (হদ-কেসাস) উভয়টিই কায়েম করতে পারবে?

- না'কি কোনটাই পারবে না?

- না'কি একটা পারবে আরেকটা পারবে না?

উত্তর: একটা পারবে আরেকটা পারবে না। আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদন করতে পারবে, কিন্তু হদ বা কেসাস কায়েম করতে পারবে না। হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দায়িত্ব ইমাম, সুলতান বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তির (যেমন- কাজি)। সাধারণ জনগণের তা কায়েম করার অধিকার নেই।

অতএব, উপরোক্ত উদাহরণ দু'টিতে নিরপরাধ মুসলমান এবং উক্ত নারীকে রক্ষার জন্য সাধারণ জনগণ প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে। যদি হত্যা করা ব্যতীত উক্ত মহিলা বা মুসলমানকে রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যাও করতে পারবে। এটি আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হত্যা বা যিনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার তাদের উপর হদ বা

কেসাস কায়েম করতে পারবে না। তাই কেসাসস্বরূপ সন্ত্রাসীকে হত্যা বা হদরূপে যিনাকারকে হত্যা বা বেত্রাঘাত করতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হল- একটা পারবে আরেকটা পারবে না কেন? আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে পারবে কিন্তু হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবে না কেন?

বিষয়টা একটু গোঁড়া থেকে বুঝতে চেষ্টা করি-

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদনের দায়িত্ব যেমন উম্মাহর, হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দায়িত্বও উম্মাহর। কিন্তু আমর বিল মারূ'ফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পাদন করতে পারবে, কিন্তু হুদুদ-কেসাস কায়েম করবেন উম্মাহর পক্ষ থেকে উম্মাহর ইমাম, সুলতান বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তিগণ। সাধারণ জনগণ নিজেরা তা কায়েম করতে পারবে না। কারণ- আমর বিল মারূ'ফ ও নাহি আনিল মুনকার এবং হুদুদ-কেসাসের মাঝে ব্যবধান আছে:

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তার অনুমতি ব্যতীত কোন সাহাবী কোন হদ বা কেসাস কায়েম করেননি, কিন্তু আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সকলেই সম্পাদন করতেন।

- খোলাফায়ে রাশেদিনের খেলাফতকালে হুদুদ-কেসাস খোলাফায়ে রাশেদিন নিজেরা বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তিরা কায়েম করতেন।
তাদের অনুমতি ব্যতীত সাধারণ জনগণ তা কায়েম করতে পারতো না, কিন্তু আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সকলেই আঞ্জাম দিতেন।

- হুদুদ-কেসাস কায়েমের জন্য এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য থাকা আবশ্যক যে, অবাধ্য অপরাধিদের পাকড়াও করে তাদের উপর হদ-কেসাস কায়েম করতে পারে এবং এর প্রতিক্রিয়ারূপে যে ফিতনা-ফাসাদ সংঘটিত হওয়ার সম্ভবনা আছে তা প্রতিহত করতে পারে। আর স্পষ্ট যে, পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং উদ্ভূত ফেতনা-ফাসাদ প্রতিহত করার ক্ষমতা সাধারণ জনগণের নেই, কিন্তু তা ইমাম বা সুলতানের আছে। সাধারণ জনগণ হদ বা কেসাস কায়েম করতে গেলে উল্টো আরো ফেতনা-ফাসাদ ছড়াবে। তাই তারা তা কায়েম করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম বা সুলতানের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। তারা তাদের শক্তিবলে পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং উদ্ভূত সব ধরণের ফেতনা-ফাসাদ প্রতিহত করতে পারবেন। তাই তারা হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন।

- সাধারণ জনগণের উপর আপত্তি আসতে পারে যে, তারা স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বা অন্য কোন দুনিয়াবি স্বার্থে কাউকে শাস্তি দিচ্ছে বা হত্যা করছে। কিন্তু ইমাম বা সুলতানের ক্ষেত্রে সাধারণত এ অভিযোগ আসবে না।

- চলমান উপস্থিত যুলুম ও অন্যায়ের অবস্থা এক রকম আর তা সম্পাদন শেষ হয়ে গেলে তার অবস্থা আরেক রকম। চলমান অবস্থায় অপরাধ দৃশ্যমান। চোখের সামনেই তা সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু অপরাধ শেষ হয়ে গেলে তখন এর বিপরীতে হদ বা কেসাস কায়েমের জন্য শরীয়ত কয়েকটি জিনিস আবশ্যক করেছে। যেমন:

ক. যথোপোযুক্ত স্বাক্ষী-প্রমাণসহ অপরাধ প্রমাণ করা।

খ. স্বাক্ষীদের অবস্থা যাচাই করা যে, তারা সত্যবাদি না মিথ্যাবাদি।

গ. হদ কায়েমের পর্যাপ্ত শর্তাবলী পাওয়া গিয়েছে কি'না- তা নিশ্চিত হওয়া।

ইত্যাদি আরোও বিভিন্ন বিষয়, যা হুদুদ-কেসাসে প্রয়োজন। কিন্তু অপরাধ যখন সংঘটিত হচ্ছে, একজন স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করছে, তখন এসব কিছুই দরকার নেই। তাই, জনসাধারণের সম্মুখে সুস্পষ্ট কোন অন্যায় বা যুলুম সংঘটিত হলে তারা তৎক্ষণাৎ তা প্রতিহত করতে পারবে। প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা পর্যন্ত করতে পারবে। কিন্তু হুদুদ-কেসাসের অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

বি.দ্র.-১

সাধারণ জনগণ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার কেবল ঐসব বিষয়েই করতে পারবে, যেগুলো শরীয়তে সুস্পষ্ট হারাম এবং সুস্পষ্ট জুলুম ও অন্যায়। যেমন- যিনা, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় সুস্পষ্ট নয়, যেগুলো হারাম-হালাল উভয়টারই সম্ভবনা রাখে, সেসব বিষয়ে করতে পারবে না। উলামাগণ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে করতে পারবেন।

বি.দ্র.-২

কেউ যদি কাউকে যিনা, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদির মতো সুস্পষ্ট কোন অপরাধে লিপ্ত দেখে এবং তাকে হত্যা ব্যতীত উক্ত হারাম বা যুলুম থেকে বিরত রাখা সম্ভব না হয়, ফলে বাধ্য হয়ে তাকে হত্যা করে দেয়- তাহলে আল্লাহ তাআলার দরবারে তার কোন জবাবদিহি করতে হবে না, বরং সওয়াবের অধিকারি হবে। কিন্তু কাজির দরবারে সে যদি উপযুক্ত স্বাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে না পারে যে, উক্ত অপরাধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করেছে, তাহলে কাজির দরবারে সে হত্যাকারী বলে বিবেচিত হবে। হত্যাকারি হিসেবেই

দুনিয়াতে তার বিচার হবে। বিচারস্বরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে হত্যার বদলে হত্যা করা হবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য (দিয়াত) পরিশোধ করতে হবে। আর যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে তাকে উপরোক্ত অপরাধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বাধ্য হয়ে হত্যা করেছে, তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে।

বি.দ্র.-৩

মুজাহিদগণ যে সব এলাকা দখল করেছেন, সেগুলোতে হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন কি?

উত্তর: যেখানে মুজাহিদদের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান এবং তারা ইসলামী ইমারা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন, সেখানে তো অবশ্যই কায়েম করবেন। আর যেসব এলাকায় তাদের একক আদিপত্য এখনোও কায়েম হয়নি, বরং হামলার মুখে যে কোন সময় ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে, সেগুলোতে হুদুদ-কেসাস কায়েম করবেন কি'না ভেবে দেখতে হবে। যদি সেখানে হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দ্বারা লোকজন বিগড়ে না যায়, জিহাদের কোন ক্ষতি না হয়, কাফেররা সুবিধা গ্রহণ না করার আশংকা না থাকে- তাহলে ইনশাআল্লাহ কায়েম করতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি লোকজন বিগড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, জিহাদের ক্ষতির আশংকা থাকে, কাফেরদের সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকে- তাহলে কায়েম করবেন না। হুদুদ-কেসাসের পরিবর্তে মুনাসিব মতো অন্য কোন শরয়ী শাস্তি নির্ধারণ করে নেবেন। দাওয়াত, ইসলাহ ও সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন। যতদিন আল্লাহ তাআলা পূর্ণ তামকীন না দেন, ততদিন জরুরত বশত এভাবে চলতে হবে। এটা আল্লাহর হুদুদ ও কেসাসের প্রতি উদাসীনতার কারণে নয়, জরুরতে কারণে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৬

বিশেষ আবেদন:

[ভাইদের প্রতি আবেদন- আমার এ বিষয়ের লেখাগুলো ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে না পড়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়, সেগুলো ভালভাবে খেয়াল করুন। বিষয়টা অনেক নাজুক। একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে মাসআলা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। হালাল হারাম হয়ে যাবে, হারাম হালাল হয়ে যাবে। তাই মনোযোগের সাথে বুঝে শুনে পড়ুন।

অধিকন্তু আমার উদ্দেশ্য- ভাইদের এখনই হামলায় নেমে যাওয়া নয়। কারো উপর হামলা করতে হলে অবশ্যই যথাযথ মাসআলা বুঝে নিতে হবে এবং তা অফ লাইনে বুঝতে হবে। শুধু অন লাইনে পড়ে মাসআলা আগা-গোড়া সব বুঝে আসে না। তাই ভাইদের আমি নিষেধ করছি- আমার লেখার উপর ভিত্তি করে কারও উপর হামলা করবেন না। এর অনুমতি আমি দিই না। আমার উদ্দেশ্য- যাতে আমার লেখাটা পড়ে এ ব্যাপারে মৌলিক একটা ধারণা হাসিল হয়। বাকি বাস্তবে কারো উপর হামলা করতে হলে অবশ্যই, এবং অবশ্যই অফ লাইনে যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। তাই, ভাইয়েরা আমার! কেউ ভুল বুঝবেন না। তবে হ্যাঁ, প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। আমি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। ওয়াসসালাম।]

পর্ব-৬

আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরযে কেফায়া

উপরে আমরা আলোচনা করলাম, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার হিসেবে উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করার অধিকার রাষ্ট্রের

যেমন আছে, সাধারণ জনগণেরও আছে। প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা পর্যন্ত করার অধিকার জনগণের আছে। শুধু যে, অধিকার আছে তাই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহার ও হত্যা করা ফরয হয়ে পড়ে। এর ভিত্তি আরেকটা মাসআলার উপর। তা হল- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের বিধান কি? তা কি ফরয, না ফরয নয়? ফরয হলে কি ফরযে আইন, না ফরযে কেফায়া?

উত্তর: আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয। তবে তা ফরযে কেফায়া। যেমন- জিহাদ ফরয তবে স্বাভাকি অবস্থায় তা ফরযে কেফায়া; এবং যেমন- কোন মুসলিম মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও জানাযার নামায ফরয এবং তা ফরযে কেফায়া। ফেরযে কেফায়ার অর্থ- উম্মাহর প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির উপরই তা ফরয, সরকারি-বেসরকারি সকলের উপরই তা ফরয, তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা তা সম্পন্ন হয়ে গেলে বাকিদের উপর থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যায়। আর কেউ-ই যদি আদায় না করে, তাহলে সামর্থ্যবান সকলেই গুনাগার হবে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার যেহেতু সকলের উপরই ফরয, তাই (সরকারি-বেসরকারি) যার সামনেই কোন সুস্পষ্ট অপরাধ সংঘটিত হবে, তারই দায়িত্ব তা প্রতিহত করা। প্রতিহত করতে গিয়ে যদি স্বাভাবিক হুমকি-ধমকি কিংবা অস্ত্রবিহিন মারপিটের দ্বারা অপরাধী অপরাধ থেকে সরে পড়ে তাহলে তো ভালই, অন্যথায় অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে অস্ত্রই ব্যবহার করতে হবে। যদি হত্যা ছাড়া দমানো সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যাই করতে হবে।

ফরযে কেফায়ার বিষয়টা পরিষ্কার করতে আগের উদাহরণে আবার ফিরে যাই। উক্ত উদাহরণে সন্ত্রাসী লোকটা নিরপরাধ মুসলমান ব্যক্তিটির উপর চড়াও হয়েছিল। এখন তাকে প্রতিহত করার দরকার। উপস্থিত সকলের উপরই তা ফরয। তবে যদি উপস্থিত দুয়েক জন মিলে তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, তাহলে বাকিদের উপর থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। কিন্তু কেউ-ই যদি প্রতিহত না করে, তাহলে সকলেই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হবে। আর ফরয যেহেতু শুধু সরকারি লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকলের উপরই ফরয, তাই উপস্তিত লোকেরা নিজেরাই তা প্রতিহত করতে পারবে, রাষ্ট্রীয় বাহিনিকে খবর দিতে হবে না। বরং যদি রাষ্ট্রীয় বাহিনিকে খবর দিতে গেলে আশঙ্খা হয়- সন্ত্রাসী লোকটা নিরপরাধ মুসলমান লোকটাকে হত্যা করে ফেলবে, তাহলে উপস্থিত লোকদের জন্য জায়েয হবে না- নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে থেকে তাকে হত্যা করতে দেয়া আর সরকারি বাহিনীর অপেক্ষা করা। বরং তাদের নিজেদেরকেই তখন এগিয়ে এসে তাকে প্রতিহত করতে হবে। তবে যদি কোনভাবে সন্ত্রাসী লোকটা মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে জনসাধারণের জন্য জায়েয হবে না, নিজেরাই কেসাসরূপে সন্ত্রাসীকে হত্যা করে ফেলা। বরং তারা তাকে পাকড়াও করে কাজির হাতে তুলে দেবে বিচারের জন্য। এরপর কাজি যখন তাদেরকে স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকবে, তখন তারা সত্য সত্য স্বাক্ষ্য দেবে। এটাই তখন তাদের দায়িত্ব।

বি.দ্র-১

আলোচনা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার নিয়ে। কোন কুফরী রাষ্ট্র ও কাফের সরকার নিয়ে নয়।

বি.দ্র.-২

যদি কেউ আশংকা করে যে, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে গেলে তার জীবন চলে যেতে পারে বা তার কোন অঙ্গ নষ্ট হতে পারে, বা দীর্ঘ জেল-জরিমান হতে পারে: তাহলে তার জন্য আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার থেকে বিরত থাকারও অবকাশ আছে। অবশ্য এ মূহুর্তেও আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করাই উত্তম। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কারা জন্য না করাটাও উত্তম হতে পারে।

বি.দ্র-৩

যারা কোন জিহাদি তানজীমের সাথে জড়িত, যাদের একজন ধরা পড়লে আরো অনেকেরই ধরা পড়ার এবং জান-মালের ক্ষতি বা বিনাশের আশংকা আছে- তাদের জন্য কোন আমর বিল মা'রূফ বা নাহি আনিল মুনকারে লিপ্ত হওয়ার আগে হিসাব করে দেখতে হবে, তাতে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা লাভ কতটুকু হবে আর ক্ষতির আশংকা কতটুকু। বিশেষ করে বর্তমান এই দুর্বলতার যামানায় যেখানে মুজাহিদদের সংখ্যা অনেক স্বল্প, আবার তাগুত সরকার হন্যে হয়ে তাদের খুঁজছে- তাই এ ধরণের কোন পদক্ষেপ নিতে অনেক হিসাব-নিকাশ করে নিতে হবে। কেননা, তার গ্রেফতারির দ্বারা যে শুধু তার নিজের জান, মাল, ও ইজ্জত-আব্রু হুমকির মুখে পড়বে তাই নয়, আরোও অনেককেও ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতে পারে। তাই সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নেয়া চাই। এ ব্যাপারে তানজীমের কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলে, যদি তা শরীয়তের সুস্পষ্ট পরিপন্থি না হয়, তাহলে তা মেনে চলা উচিৎ। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৭

দলীল-প্রমাণ

আমাদের মূল আলোচনা ছিল ‘কি কি কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে’- তা নিয়ে। বিষয়টি বুঝার জন্য প্রাসঙ্গিক আরও বিভিন্ন বিষয় এসে গেছে। এতক্ষণ যা আলোচনা হল তার সারকথা-

[আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার, উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করা, হুদুদ-কেসাস কায়েম করা: সবগুলোই উম্মাহর দায়িত্ব। তবে বিশেষ মাসলাহাতের কারণে হুদুদ কেসাস কায়েম করার দায়িত্ব খলিফা, সুলতান, উমারা, কাজি ও ক্ষমতাশীলদের উপর; আর আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার, উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করা সকলেরই দায়িত্ব। প্রশাসন-সাধারণ জনগণ সকলেই তা আঞ্জাম দিতে পারবে। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে যদি অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে প্রশাসনের ন্যায় সাধারণ জনগণও অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব না হলে হত্যাও করতে পারবেন।]

আমাদের আলোচনা যেহেতু আমরা বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়ে, তাই আমরা হুদুদ-কেসাসের আলোচনায় যাবো না। আবার আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মধ্য থেকে শুধু মুসলিম হত্যার বিষয়টিই যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয়, তাই আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়েও বিস্তারিত কোন আলোচনা এখানে করবো না। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফিক দেন তাহলে তা নিয়ে অন্য সময় স্বতন্ত্র রিসালায় আলোচনা করবো। এখানে শুধু মুসলিম হত্যার বিষয়টির উপরই ক্ষান্ত করবো।

মুসলিম হত্যার বিষয়টি ঠিক ঠিক মতো বুঝার জন্য (সাধারণ জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে কি'না?)- তা জানার দরকার ছিল। তাই এ ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোচনা করা হল। এখানে তার কয়েকটি দলীল এবং আইম্মায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করবো। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

****

দলীল: সাধারণ জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে

কুরআনে কারীম থেকে দলীল

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।" (আলে ইমরান: ১০৪)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়:

- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয এবং তা ফরযে কেফায়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা উম্মাহর প্রত্যেকের উপর অত্যাবশ্যকরূপে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয করেননি, বরং তাদের মধ্য থেকে এ কাজের জন্য একটি দল থাকার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই উম্মাহর একটি অংশ এ কাজ করলেই বাকিদের উপর থেকে দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। আর কেউ-ই তা আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

- আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু মুসলিম প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, বরং গোটা উম্মাহর সকলেরই তা তা দায়িত্ব। কারণ, আল্লাহ তাআলা গোটা উম্মাহকে সম্বোধন করে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। একে শুধু শাসক শ্রেণীর সাথে খাছ করেননি।

- জনসাধারণও প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা করতে পারবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। কাজেই কোন অন্যায় দেখা গেলে তা প্রতিহত করতে হবে। যদি নরম গরম কথা, হুমকি ধমকি কিংবা অস্ত্রবিহীন মারপিটে অন্যায় প্রতিহত হয়ে যায়, তাহলে তো ভালই; অন্যথায় অস্ত্র প্রয়োগে এমনকি হত্যা করে তা প্রতিহত করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আয়াতে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কোন নির্দিষ্ট স্তরের বৈধতা দিয়ে অন্য স্তরকে হারাম করেননি, বরং নিঃশর্তভাবে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। এতে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সকল স্তরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বনিম্ন স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর তথা অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যাও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়ে আলোচনা এসেছে। আমি আরও কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ...}

“তোমরাই (দুনিয়ায়) সর্বোত্তম জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। (শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তোমাদের কাজ হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজে আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাঁধা দেবে।” (আলে ইমারান: ১১০)

এ আয়াত আগের আয়াতে অনুরূপ।

৩. আল্লাহ তাআলা লুকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ বিবৃত করেন-

{ يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}

“ওহে আমার পুত্র! নামায কায়েম কর, লোকদের সৎকাজে আদেশ দাও ও মন্দ মন্দ কাজে বাঁধা দাও এবং (এ কারণে) তোমার যে কষ্ট দেখা দেয় তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা বড় হিম্মতের কাজ।” (লুকমান: ১৭)

৪. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}

“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারয়ামের যবানীতে লা’নত বর্ষিত হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো, তা থেকে একে অপরকে বারণ করতে না। তারা যা করতো, নিঃসন্দেহে তা ছিল নিকৃষ্ট।” (মায়েদা: ৭৮-৭৯)

নাহি আনিল মুনকারের মতো ফরয দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার কারণে বনী ঈসরাঈলের উপর লা’নত বর্ষিত হয়েছে।

৫. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}

“মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।” (হুজুরাত: ৯)

মুসলমানদের এক দল আরেক দলের সাথে দ্বন্দ্ব-মারামারিতে লিপ্ত হলে, তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। যদি তারা এর মাধ্যমে বারণ হয়ে যায় তো ভাল; অন্যথায় যে দল বাড়াবাড়ি করবে, মীমাংসায় রাজি না হবে- তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে, যুদ্ধ করা হবে, যতক্ষণ না তারা তাদের বাড়বাড়ি ও সীমালঙ্গন ছাড়তে বাধ্য হয়। এখানে তাদেরকে যেহেতু অস্ত্র প্রয়োগ ও যুদ্ধ ব্যতীত বারণ রাখা সম্ভব না, তাই শরীয়ত অস্ত্র প্রয়োগ করার আদেশ দিয়েছে।

এ ছাড়াও আরোও অনেক আয়াতে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আলোচনা এসেছে। এখানে এ কয়টা আয়াতই উল্লেখ করা হল।

সুন্নাহ্ থেকে দলীল

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))

“তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।” (সহীহ মুসলিম: ১৮৬)

এ হাদিস প্রমাণ করে:

- আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর সামর্থ্যবান প্রতিটি সদস্যের উপর ফরয। কারণ, হাদিসে ব্যাপকভাবে সকলের প্রতিই আদেশ জারি করা হয়েছে। বিশেষ কোন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। তবে পূর্বে আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোন একদল তা আদায় করে নিলে বাকিদের দায়িত্ব-ভার সরে যাবে।

- হাদিসে শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করার আদেশ এসেছে। অতএব, যদি কথায় কাজ না হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, বরং নিঃশর্তভাবে শক্তি প্রয়োগের আদেশ এসেছে। অতএব, যদি অস্ত্রবিহীন মারপিটে কাজ না হয়, তাহলে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। যদি হত্যা করা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যা করে হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে।

এ ছাড়াও অসংখ্য হাদিসে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি এখানে আরও কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছি:

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))

"আমার পূর্বে যত উম্মতের কাছে যত নবী পাঠানো হয়েছে, তাদের সকলেরই নিজ উম্মতের মধ্য থেকে কতক হাওয়ারি ও সাহাবী ছিল, যারা তার সুন্নত আঁকড়ে ধরতো এবং তার আদেশের আনুগত্য করতো। তারা অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিকৃষ্ট উত্তরসূরিরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তারা এমনসব কথা বলবে, যা তারা করে না এবং এমন কর্ম করবে, যার আদেশ তাদের দেয়া হয়নি। যে স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে নিজ যবান দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। সে নিজ অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এ(অন্তর দিয়ে জিহাদ করা)র বাহিরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও নেই।" (সহীহ মুসলিম: ১৮৮)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب))

"যখন লোকজন জালেমকে (জুলুম করতে) দেখেও তার হাত না আটকাবে, তখন অচিরেই আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন।" (আবু দাউদ: ৪৩৪০)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))

“যখন কোন সম্প্রদায়ে গুনাহের কাজ হয়, আর জাতির অন্য লোকসকল তা প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিহত না করে, তখন অতিশীঘ্রই আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর তার আযাব নাযিল করেন।” (আবু দাউদ: ৪৩৪০)

৫. ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال « فلا تعطه مالك ». قال أرأيت إن قاتلنى قال « قاتله ». قال أرأيت إن قتلنى قال « فأنت شهيد ». قال أرأيت إن قتلته قال « هو فى النار ».

“হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার মাল কেড়ে নিতে আসে? তিনি জওয়াব দিলেন- তাকে তোমার মাল দেবে না। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমার সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়? তিনি জওয়াব দিলেন, তুমিও তার সাথে মারামারি কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তুমি শহীদ হবে। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে সে জাহান্নামী হবে।” (সহীহ মুসলিম: ৩৭৭)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)

"যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে- সে শহীদ। যে তার পরিবার, তার নিজ প্রাণ বা দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হবে- সেও শহীদ।" (আবু দাউদ: ৪৭৭২)

শেষোক্ত হাদিস দু'টিতে জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু, দ্বীন বা পরিবার পরিজন রক্ষার্থে অস্ত্র প্রয়োগ এমনকি হত্যা পর্যন্ত করার সুস্পষ্ট অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। এখানে এ ক'টিতেই ক্ষান্ত করা হল।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৮

সাধারণ জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য

১. ইবনে কাসীর রহ.

আল্লাহ তাআলার বাণী-

{ وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।" (আলে ইমরান: ১০৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وفي رواية: "وليس وراء ذك من الإيمان حبة خردل". اهـ

"এ আয়াতের উদ্দেশ্য- এ কাজে উম্মাহর একটি দল নিয়োজিত থাকতে হবে। অবশ্য তা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উম্মাহর প্রত্যেকের উপরই ফরয। যেমন, সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))

'তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।'

অন্য বর্ণনায় আছে-

"وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"

'এ(অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা)র বাহিরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও নেই'।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৯১)

ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল- আমরা বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের উপরই ফরয। প্রত্যেকের উপর তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী।

২. ইমাম নববী রহ.

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم. اهـ

"উলামায়ে কেরাম বলেন, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু প্রশাসনের লোকদের সাথেই খাছ নয়, বরং মুসলিম জনসাধারণের জন্যও তা বৈধ। ইমামুল হারামাইন রহ. বলেন, 'এর দলীল: মুসলিম উম্মাহর ইজমা। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী যামানায় শাসকবর্গ ছাড়া সাধারণ জনগণও আমরা বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন। মুসলিম উম্মাহ তাদের সমর্থন করেছেন। শাসন-কর্তৃত্ব ছাড়াই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা তাদের কোন তিরস্কার করেননি।' ওয়াল্লাহু আ'লাম।" (শরহে মুসলিম লিন-নববী: ২/২৩)

লক্ষ্য করুন- (আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু প্রশাসনের লোকদের সাথেই খাছ নয়, বরং মুসলিম জনসাধারণের জন্যও তা বৈধ।)

৩. ইমাম জাসসাস রহ.

বক্তব্য-১:

باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مطلب: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية

قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ... قد حوت هذه الآية معنيين. أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره. لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة} وحقيقته تقتضي البعض دون البعض, فدل على أنه فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. اهـ

“বাব: আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয।

মতলব: আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরযে কেফায়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}

‘তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।’

এ আয়াত দু’টি বিষয় বুঝাচ্ছে:

এক. আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয।

দুই. তা ফরযে কেফায়া। কতকে তা আদায় করে ফেললে, বাকিদের উপর ফরয থাকবে না।

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলছেন- {وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ} ‘(এ কাজের জন্য) তোমাদের মাঝে একটি দল থাকা চাই।’ যার দাবি- উম্মাহর একটি অংশ, (সকলে নয়)। বুঝা গেল, তা ফরযে কেফায়া। কতকে তা আদায় করে ফেললে বাকিদের থেকে তার দায়িত্ব-ভার সরেযাবে।” (আহকামুল কুরআন: ২/৩৭)

বক্তব্য-২:

আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করার পর বলেন,

فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهي على منازل: أولها تغييره باليد إذا أمكن, فإن لم يمكن وكان في نفيه خائفا على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه, فإن تعذر ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه. اهـ

“এ সকল আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতের দাবি- আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয। এর বিভিন্ন দরজা রয়েছে। সর্বোচ্চ দরজা হল, সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে দেয়া। যদি তা সম্ভব না হয় এবং শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করতে গেলে জীবনের আশংকা হয়, তাহলে যবান দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি পূর্বোক্ত কারণে (অর্থাৎ জীবনের আশংকায়) তাও অসম্ভব হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করবে।” (আহকামুল কুরআন: ২/৩৮)

বক্তব্য-৩:

এরপর তিনি এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন,

وفي هذه الأخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان: حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته, ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله; وإزالته باليد تكون على وجوه: منها أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف, وأن يأتي على نفس فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك. كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ مال أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك, وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله; لقوله صلى الله عليه وسلم:

"من رأى منكرا فليغيره بيده" , فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه. وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله, وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه, ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه, ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله. اهـ

"এসব হাদিস প্রমাণ, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দুটি হালত রয়েছে-

যখন অন্যায় প্রতিহত ও দূরীকরণ সম্ভব। এমতাবস্থায় শক্তিবলে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য যার আছে, তার উপর ফরয- তা প্রতিহত করা।

শক্তিবলে প্রতিহত করার বিভিন্ন সূরত হতে পারে:-

হয়তো তরবারি ব্যবহার করা এবং অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত তা প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় এমনটা করাই (অর্থাৎ তরবারি প্রয়োগে করে হত্যা করে দেয়াই) তার কর্তব্য।

যেমন- কেউ দেখলো, এক ব্যক্তি তাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা তার মাল লুণ্টন করতে চাচ্ছে, কিংবা কোন মহিলার সাথে যিনা করতে চাচ্ছে, কিংবা এ রকম অন্য কোন অন্যায় করতে চাচ্ছে। আর সে জানে, কথা বা অস্ত্রবিহীন বাধার দ্বারা সে বিরত হবে না। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য- তাকে হত্যা করে দেয়া। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"من رأى منكرا فليغيره بيده"

'তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে।'

যখন উক্ত অন্যায়ে অটল ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত তা প্রতিহত করা সম্ভব না, তখন তার উপর ফরয- তাকে হত্যা করে দেয়া।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, অস্ত্র ছাড়া (খালি) হাতে বাধা দেয়ার দ্বারাই সে বিরত হয়ে যাবে, তাহলে হত্যা করতে যাওয়া জায়েয হবে না।

আর যদি প্রবল ধারণা হয়, মুখে বা বা (খালি) হাতে বাধা দিতে গেলে সে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং এরপর তার পক্ষ থেকে কোন ধরণের পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতীতই তাকে হত্যা করে দেয়া ছাড়া তাকে তা থেকে বিরত রাখা এবং অন্যায় প্রতিহত করা সম্ভব হবে না- তাহলে তার জন্য আবশ্যক: তাকে হত্যা করে দেয়া।” (আহকামুল কুরআন: ২/৪০)

অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার ব্যাপারে জাসসাস রহ. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট।

৪. ইমাম কুরতুবী রহ.

فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل، وهذا تلقي من قول الله تعالى:" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شي عليه. ولو رأى زيد عمراو قد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادرا عليه ولا راضيا به. اهـ

“যদি যবান দ্বারা অন্যায় প্রতিহত করতে পারে, তাহলে তাই করবে। আর যদি শাস্তি বা হত্যা ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাই করবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত হয়ে গেলে হত্যা জায়েয হবে না। এই মাসআলা গৃহীত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী থেকে-

" ففاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله "

‘(মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে) যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।’

এর ভিত্তিতেই উলামায়ে কেরাম বলেন, কোন ব্যক্তির নিজের জান-মালের উপর বা অন্য কারো জান-মালের উপর কেউ আক্রমণ করলে, সে উক্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে পারবে এবং এর বিপরীতে তার উপর কোন জরিমানা বর্তাবে না। যায়েদ যদি আমরকে দেখে যে, সে বকরের মাল লুণ্টন করতে চাচ্ছে, তাহলে দেখতে হবে- মালের মালিক যদি আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে সক্ষম না হয় এবং সে মাল প্রদানে সম্মতও নয়, তাহলে যায়েদের উপর ফরয বকরকে রক্ষা করা এবং আমরকে প্রতিহত করা।”
(তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৪৯)

আশাকরি এ বক্তব্যগুলো থেকেই পরিষ্কার হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা করে অন্যায় প্রতিহত করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।